দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

058

শিক্ষাঙ্গনে

পরীক্ষায় দুর্নীতি

পরীক্ষায় অনেক ছাত্রই ফেল করে। ভেবে দেখা উচিত এ ব্যর্থতার কারণ কি। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা কর্তব্য পালনে যথেষ্ট অবহেলা করে থাকে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা রীতিমত লেখাপড়া করে না বা পাঠ তৈরী করে না। ফলে পরীক্ষা আসলে কোন রকমে পাস করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশে-পাশে ছেঁড়া কাগজ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। পরীক্ষায় দুর্নীতি করে পাস করা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। পরীক্ষায় দুর্নীতি করে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী কোন প্রকারে পাস করে থাকে তারা প্রকৃতপক্ষে মনের দিক দিয়ে দুর্বল।

দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা ততই লেখাপড়া বাদ দিয়ে নকল করে পরীক্ষায় কোন রকমে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে বেশী। অপরাধী যেমন বাড়ছে, তেমনি দণ্ডও দেয়া হচ্ছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও অপরাধের পরিমাণ পাওয়ার কোন লক্ষণই চোখে পড়ছে না। এর জন্য কি পরীক্ষার্থীরাই একমাত্র দায়ী?

পরীক্ষায় দুর্নীতি দমনের অনেক উপায় আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কঁচি ছাত্র-ছাত্রীদের রীতিমত পাঠদান করলে এবং নকল করা অন্যায় একথা যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকরা তাদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তবে তাতে অনেকটা সুফল হবে। শিক্ষকগণ পাঠদানকালে ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ শিখিয়ে দিলে তাদের মধ্য হতে দুর্নীতি করার প্রবণতা কমে যেতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্রেও পরীক্ষা সঠিক নিয়মের মাধ্যমে নিলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। পরীক্ষা শুরু হতেই পর্যবেক্ষকদের কোন প্রকার শৈথিল্য না দেখিয়ে কঠোর হতে হবে। এতে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় অবশ্যই হ্রাস পাবে।

আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদিনে মাত্র পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা স্কুলে বা কলেজে থাকে। দিনের আর বাকী সময়টুকু কাটায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা মাতা-পিতার সংগে। স্কুলে থাকাকালে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশী। কিন্তু বাকী সময়টুকুর দায়িত্ব অভিভাবকদের। সুতরাং অভিভাবকগণও যেন ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার দুর্নীতির সুফল সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেন। স্কুলে শিক্ষক, বাড়ীতে অভিভাবক আত্মীয়-স্বজন যদি ছাত্র-ছাত্রীদে পরীক্ষায় দুর্নীতির কুফল সম্বন্ধে বু বলেন তবে দুর্নীতি অনেকাংশে ক যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। পরীক্ষার দ্বারাই ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানে সীমা নির্ধারণ হয়ে থাকে। তবে স্থানে দুর্নীতি চললে দেশ ও জা ক্রমেই অবনতির দিকে এগিয়ে যা আজ যারা ছাত্র, আগামীদিনে তার এদেশের সচেতন নাগরিক। সুতরাং দুর্নীতি যদি এখন হতেই পরিহার ক না যায়, তবে আগামীদিনে জাতি জন্যে তা দুর্দিন বয়ে আনবেই। ত পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ করার জ সকল মহলকে মিলিতভাবে সাধি প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর দেশে কল্যাণের জন্য এটি অপরিহার্য।

—শামীম আজাদ আনোয়া